এইচআইভি/এইড্স সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ :

আলোচ্য বছরে তথ্য কেন্দ্র এইচআইভি/এইড্সের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। শুধু জাতিসংঘ নির্দেশিত এইড্স দিবস পালনে নয়, অন্যান্য বহু কাজকর্মে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মার্চ মাসে নারী দিবস অনুষ্ঠানে সহস্রাব্দের দুটি লক্ষ্য এইড্স মোকাবিলা ও জেন্ডার সমতা আনয়ন আলোচনায় প্রাধান্য পায়। তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি এবং হলিক্রস কলেজের সহযোগিতায় ঐ কলেজে বহু সংখ্যক ছাত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণে দিবসটি উদযাপন করে। অন্যদের মধ্যে এতে ইউএনডিপিএর জেন্ডার ও এইচআইভিএইড্স বি শেষজ্ঞ এবং তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা বক্তব্য রাখেন। এপ্রিল মাসের শেষদিকে তথ্য কেন্দ্রেরই উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণরত ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শুধু এইচআইভি/এইড্স সম্পর্কে জাতিসংঘ সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রোটারি ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই সভায় ইউএন্এইড্স এর সম স্বয়কারী ও ইউএনডিপিএর এইড্স বি শেষজ্ঞ বাংলাদেশের বিশেষ উল্লেখসহ দক্ষিণ এশিয়ায় এইড্স পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং এই ঘাতক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়সমূহ আলোচনা করেন। পরে তথ্য কেন্দ্রের সভাকক্ষে জাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে প্রস্তুত এইড্স সম্পর্কিত একটি সঙ্গীতধর্মী ভিডিও দেখানো হয়। এর কিছুদিন পর মে মাসে ইউনিক ও বাংলাদেশ বেতার এইড্সের ওপর ২৫ মিনিটের একটি আলোচনামূলক প্রোগাম সম্প্রচার করে। তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা, ইউএনডিপিএর বি শেষজ্ঞ এবং জাতীয় এইড্স কমিটির একজন সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠে যখন এ ধরনের একটি প্রোগ্রামে এই প্রথমবারের মতো একজন এইড্স রোগীকে তার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনার সুযোগ দেওয়া হয়। আবার জুন মাসের প্রথমদিকে নায়েমে প্রশিক্ষণরত ৩৫ জন কলেজ প্রভাষকের একটি দলকে এইড্স সম্পর্কিত ভিডিওটি দেখানো হয়।

নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস উপলক্ষেও ইউনিক ঢাকা বিষয়বস্তু হিসেবে এইড্‌সকেই বেছে নেয়। জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি ও লাইফ্‌ এর সহযোগিতায় 'এইড্‌স: কলঙ্ক ও বৈষম্য' শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে স্কুল্ল কলেজের ৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। এতে এইড্‌স বিশেষজ্ঞ ছাড়া, ইউনিসেফ ও ইউএনএইডস প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন এবং তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। গণমাধ্যমগুলোতে এটি বেশ ফলাও করে ছাপা হয়।

বিশ্ব এইড্‌স দিবস উপলক্ষে তথ্য কেন্দ্র, লাইফ এবং চিল্ড্রেন্স ভয়েস যৌথভাবে মাসব্যাপী একটি এইড্‌স সচেতনতা স্বাক্ষর অভিযান সংগঠন করে। ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী তাঁর নিজ অফিসে অভিযান উদ্বোধন করেন। পরে বাংলাদেশের এইড্‌স কমিটির চেয়ারম্যান, তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা, লাইফ ও চিল্ড্রেন্স ভয়েসের সভাপতিদ্বয় বক্তব্য রাখেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের এই অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

cieZx wk‡ivbv‡gi Rb¨ wKK Ki“b